Trinamul Unnayan Sangstha

(An organization for community development)

Registered with Department of Social Service regi. no. Khagra: 137/98 & NGO Affairs Bureau vide no- 1860.

স্মারক নং: তৃণ/খাগড়া/জেসসেকা/২০২০/ ৩৭৯২ তারিখ: ২৯/১১/২০২০

বরাবর
উপ-পরিচালক
জেলা সমাজসেবা কার্যালয়
খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।

মাধ্যম: **শহর সমাজসেবা কর্মকর্তা,**
শহর সমাজসেবা কার্যালয়,
খাগড়াছড়ি সদর।

বিষয়: তৃণমূল উন্নয়ন সংস্থার সংশোধিত গঠনতন্ত্র অনুমোদনের জন্য আবেদন।

জনাব,
উপর্যুক্ত বিষয়ে অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, তৃণমূল উন্নয়ন সংস্থা ১৯৯৮ সালে অত্র কার্যালয় কর্তৃক নিবন্ধ প্রাপ্ত হয় যার নিবন্ধীকরণ নং-খাগড়া-১৩৯/৯৮, তারিখ: ২১/০৭/১৯৯৮ খ্রি.। তৃণমূল উন্নয়ন সংস্থার গঠনতন্ত্রের ১১নং ধারা মোতাবেক বিগত ২৮ ডিসেম্বর ২০১৯ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত বার্ষিক সাধারণ সভায় সদস্যদের সর্বসম্মতিতে সংস্থার গঠনতন্ত্রের ভূমিকা, ধারা-১, ২, ৪, ৫(ক), ৫(গ), ৬(খ), ৭ক(৪), ৭খ(২), ৭গ(৪), ৭ঙ(৩), ৭চ(২), ৭(২), ৮ক(১,৪,৫), ৮গ(২), ৯(খ), ১০(খ) ও ১২সমূহ সংশোধন ও সংযোজন করা হয়। উল্লেখিত সংশোধিত ও সংযোজিত ধারাসমূহ অনুমোদনের জন্য মহোদয়ের নিকট আবেদন জানাচ্ছি।

অতএব, মহোদয়ের কৃপাবিতরণ পূর্বক উল্লেখিত বিষয়টি সুবিবেচনা করে গঠনতন্ত্রের উল্লেখিত সংশোধিত ও সংযোজিত ধারাসমূহ অনুমোদন প্রদান করে সংস্থাকে চির বাধিত করবেন।

বিনীত

(দীপোজ্জল খীসা)
সাধারণ সম্পাদক
তৃণমূল উন্নয়ন সংস্থা।
ফোন: ০৩৭১-৬১১৭৯।

সংযুক্তি:
১) গঠনতন্ত্রের ছায়ালিপি- ৩কপি,
২) সংশোধিত গঠনতন্ত্র-৩কপি,
৩) সংশোধিত ধারাসমূহের প্রতিবেদন- ৩কপি,
৪) বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী- ৩কপি।

তৃণমূল উন্নয়ন সংস্থা
একটি সমাজকল্যাণমূলক সংগঠন
খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।

স্মারক নং.....

তারিখ.....

সংশোধিত গঠনতন্ত্র

ভূমিকা ঃ পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত অধিকাংশ জনগোষ্ঠি সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্যানিটেশন, সুপেয় পানি, যাতায়াত ইত্যাদিসহ নাগরিক সুবিধা থেকে বঞ্চিত, প্রান্তিক, পিছিয়ে পড়া ও পশ্চাৎপদ। অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী না হওয়ার কারণে তাদের অনেকে দারিদ্র্য সীমার নীচে বসবাস করেন। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা, জাতীয় দারিদ্র বিমোচন কৌশলপত্র ও জাতীয় পরিকল্পনার সাথে সমন্বয় রেখে এই অঞ্চলে বসবাসরত সুযোগবঞ্চিত, প্রান্তিক ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠির আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্যানিটেশন, সুপেয় পানিসহ নাগরিক সুবিধাদি উন্নয়নের লক্ষ্যে এই সংগঠন তার নিম্নোক্ত ভিশন, মিশন, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে কার্যক্রম পরিচালিত করবে।[১]

১নং ধারা

সংগঠনের নাম ঃ এই সংগঠনের নাম হবে "তৃণমূল উন্নয়ন সংস্থা" যা একটি সমাজকল্যাণমূলক অরাজনৈতিক বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন।

সংগঠনের মনোগ্রাম বা লোগো ঃ এই সংগঠনের মনোগ্রাম বা লোগো হবে 'ফুলবাড়েং' যার অর্থ হবে অর্থ-সম্পদ ও সৌভাগ্যের প্রতীক। 'ফুলবাড়েং'কে ঘিরে থাকবে সূর্যের রশ্মির মত বিভিন্ন রঙের বারটি দাগ যা বৈচিত্র্যতার প্রতীক। সাথে থাকবে সবুজ পাহাড় ও নদী যা দেশ প্রেম ও শান্তির প্রতীক।

২নং ধারা

সংগঠনের কার্যপরিধি ঃ সংগঠনের কার্যপরিধি হবে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা। তবে সংশ্লিষ্ট নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে সমগ্র বাংলাদেশে কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবে।[২]

৩নং ধারা

সংগঠনের কার্যালয় ঃ সংগঠনের প্রধান কার্যালয় খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা সদরে অবস্থিত থাকবে। সংগঠনের কার্যপরিধি অন্যান্য জেলায় সম্প্রসারিত হলে সুবিধামত স্থানে আঞ্চলিক কার্যালয় স্থাপন করা যাবে।[৩]

৪নং ধারা

সংগঠনের ভিশন, মিশন, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ

ভিশন ঃ 'ঐক্য, সংহতি, বৈচিত্র্যতা, ন্যায্যতা, সমতা, সততা, সৃজনশীলতা ও সামাজিক ন্যায়বিচার মূল্যবোধের ভিত্তিতে একটি সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা যাতে মানুষ সমৃদ্ধি ও মর্যাদাপূর্ণ জীবন পায়।'[৪]

---

[১] ২৮ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত বার্ষিক সাধারণ সভায় ভূমিকা অনুচ্ছেদটি সংশোধন করা হয়।
[২] ২৮ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত বার্ষিক সাধারণ সভায় অনুচ্ছেদটি সংশোধন করা হয়।
[৩] ২৮ নভেম্বর ২০০৮ তারিখে অনুষ্ঠিত বার্ষিক সাধারণ সভায় অনুচ্ছেদটি সংশোধন করা হয়।

General Secretary
Trinamul Unnayan Sangstha

নিবন্ধীকরণ নং খাগড়াছড়ি তারিখ.....

Chairperson
Trinamul Unnayan Sangstha

মিশন ঃ 'তৃণমূল পর্যায়ে সুযোগবঞ্চিত, প্রান্তিক ও পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠির সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করা যাতে তারা নিজেদের আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা ও অন্যান্য নাগরিক সেবাসমূহ প্রাপ্তিতে সমস্যা বা ইস্যু গুলো চিহ্নিত করে সমাধান করতে পারে।'[৪]

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ তৃণমূল পর্যায়ে প্রান্তিক, সুযোগ বঞ্চিত, প্রতিবন্ধি, নারী, বৃদ্ধ, যুবক, শিশু ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠির সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্যানিটেশন, সুপেয় পানি ও পরিবেশ-প্রতিবেশসহ জীবনযাত্রামান উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে উন্নয়নমূলক কার্যক্রম হাতে নেওয়া এবং সামাজিক ন্যায়বিচার, ন্যায্যতা, জেন্ডার সমতা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করাই এই সংগঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।[৫]

এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য সংগঠন নিম্নলিখিত কার্যক্রম পরিচালনা করবে[৬] ঃ

(১) গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠির আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য তৃণমূল পর্যায়ে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচী গ্রহণ করা।

(২) নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য প্রযোজ্য ক্ষেত্রে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে সামাজিক শিক্ষা, বয়স্ক শিক্ষাসহ বিভিন্ন অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা।

(৩) দরিদ্র জনগোষ্ঠির স্বাস্থ্য ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য স্বাস্থ্যসেবা, স্যানিটেশন ব্যবস্থা, নারী-শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের পুষ্টি ও প্রজনন স্বাস্থ্য শিক্ষা ও সচেতনতা বিষয়ক কর্মসূচী গ্রহণ করা।

(৪) গ্রামীণ কৃষক ও জুমিয়া কৃষকদের ভূমির কার্যকর ব্যবহারের জন্য সেচ ব্যবস্থার উদ্যোগ গ্রহণ, বৈজ্ঞানিক উপায়ে চাষাবাদ, ফলদবাগান সৃজন, মৎস্য চাষ, গৃহপালিত পশু ও হাঁস-মুরগি পালন ইত্যাদি আয়বর্ধক কর্মসূচীতে উৎসাহ ও সহায়তা প্রদান করা।

(৫) বেকার যুবক-যুবতীদের বেকারত্ব দূরীকরণের জন্য কারিগরি শিক্ষা ও আত্মকর্মসংস্থানমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা।

(৬) দুঃস্থ শিশু কল্যাণ, জেন্ডার সমতা ও ন্যায্যতা, যৌতুক, বাল্যবিবাহ, এসিড সন্ত্রাস, তামাক, মাদক, নারী-শিশু পাচার বিষয়ক সচেতনতামূলক প্রচারণাভিযান ও কর্মসূচি গ্রহণ করা।

(৭) পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগোষ্ঠির ঐতিহ্যগত সংস্কৃতি সংরক্ষণ ও বিকাশে ভূমিকা রাখা।

(৮) পরিবেশ, জীববৈচিত্র্য, লোকজ জ্ঞান, জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা, সংরক্ষণ ও উন্নয়ন সম্পর্কে জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করা এবং জনগোষ্ঠির জীবিকা উন্নয়নে কর্মসূচী গ্রহণ করা।

(৯) ভালনারেবল গ্রুপ বিশেষভাবে বৃদ্ধ, নারী, শিশু ও প্রতিবন্ধীদের মেইনস্ট্রিমে আনার জন্য অ্যাফারমেটিভ এ্যাকশন গ্রহণ করা।

---

[৪] ২৮ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত বার্ষিক সাধারণ সভায় অনুচ্ছেদটি সংযোজন করা হয়।
[৫] ২৮ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত বার্ষিক সাধারণ সভায় অনুচ্ছেদটি সংযোজন করা হয়।
[৬] ২৮ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত বার্ষিক সাধারণ সভায় অনুচ্ছেদটি সংশোধন ও সংযোজন করা হয়।
[৭] ২৮ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত বার্ষিক সাধারণ সভায় অনুচ্ছেদটি সংযোজন করা হয়।

General Secretary
Trinamul Unnayan Sangstha

নং
নিবন্ধীকরণ
খাগড়াছড়ি
তারিখ............................

Chairperson
Trinamul Unnayan Sangstha

(১০) দুঃস্থ ও অসহায় ব্যক্তিদেরকে প্রয়োজনীয় আইনী পরামর্শ ও আইনগত সহায়তা প্রদান করা।

(১১) প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থ গরীব ও অসহায় ব্যক্তিদের সহায়তা উপকরণ বা ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করা।

৫নং ধারা

সাংগঠনিক কাঠামো: এই সংগঠনের দুটি পরিষদ থাকবে। যথা (ক) সাধারণ পরিষদ ও (খ) কার্যকরী পরিষদ।

(ক) সাধারণ পরিষদ: সংগঠনের সকল সদস্যদের নিয়ে সাধারণ পরিষদ গঠিত হবে এবং এই পরিষদ সংগঠনের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। এই পরিষদ সংগঠনের উদ্দেশ্য-লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য একটি কার্যকরী পরিষদ গঠন করবে এবং সংগঠনের গঠনতন্ত্র প্রয়োজনানুসারে সংশোধন, সংযোজন ও বিয়োজন করতে পারবে। সাধারণ পরিষদের তিন-পঞ্চমাংশ সদস্য কার্যকরী পরিষদ বা পরিষদের যে কোন সদস্যের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপন করলে সাধারণ পরিষদের বিশেষ সভা আহবান করা হবে এবং এই বিশেষ সভায় অনাস্থা প্রস্তাব গৃহীত হলে নতুন কার্যকরী পরিষদ গঠন বা যে সদস্যের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনা হবে সেই সদস্যের শূন্যপদ পূরণ করা হবে। 'আরো উল্লেখ্য, কার্যকরী পরিষদের কোন সদস্য স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করলে এবং তা কার্যকরী পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত হলে অথবা মৃত্যুজনিত কারণে কোন পদ শূন্য হলে ৩০ দিনের মধ্যে সাধারণ পরিষদের বিশেষ সভা আহ্বানের মাধ্যমে উক্ত শূন্যপদ পূরণ করা হবে। সাধারণ পরিষদ সংস্থার আয় ব্যয়ের হিসাব ও বাজেট অনুমোদন করবে।'[১]

(খ) কার্যকরী পরিষদ[২] ঃ গঠনতন্ত্র অনুযায়ী সংগঠনের যাবতীয় কার্যাবলী কার্যকরী পরিষদ সম্পাদন করবে। এই পরিষদের মেয়াদকাল ৩ (তিন) বৎসর হবে। কার্যকরী পরিষদ ৭ (সাত) সদস্য-বিশিষ্ট হবে। পরিষদের পদবী নিম্নরূপ-

(১) সভাপতি- ১ জন

(২) সহ-সভাপতি- ১ জন

(৩) সাধারণ সম্পাদক- ১ জন

(৪) দপ্তর সম্পাদক- ১ জন

(৫) কোষাধ্যক্ষ- ১ জন

(৬) সদস্য- ২ জন

(গ) সংরক্ষিত নারী পদ ঃ কার্যকরী পরিষদে নারীর অংশগ্রহন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ৩(তিন)টি পদ (যথা- সহ-সভাপতি, দপ্তর সম্পাদক ও ১টি নারী সদস্য পদ) নারীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। তবে সাধারণ পরিষদের মাধ্যমে এই ৩(তিন)টি পদ পরিবর্ধন ও পরিমার্জন করা যাবে।[৩]

---

[১] ১৭ ডিসেম্বর ২০০৫ তারিখে অনুষ্ঠিত বার্ষিক সাধারণ সভায় উক্ত বাক্যটি সংযোজন করা হয়।

[২] ২৯ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত বার্ষিক সাধারণ সভায় '২ *(দুই)*' শব্দ এর পরিবর্তে '৩ *(তিন)*' শব্দটি প্রতিস্থাপিত করা হয়।

[৩] ১৫ মার্চ ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত বিশেষ সাধারণ সভায় এই অনুচ্ছেদটি সংশোধন করা হয়।

General Secretary
Trinamul Unnayan Sangstha

৬ নং ধারা

কার্যকরী পরিষদ নির্বাচন সংক্রান্ত ঃ কার্যকরী পরিষদ নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে গঠন করা হবে-

(ক) কার্যকরী পরিষদের মেয়াদ শেষ হবার ৩০ (ত্রিশ) দিন পূর্বে সাধারণ সদস্যদের প্রত্যক্ষ ভোটে নতুন পরিষদ গঠন করা হবে।

(খ) নির্বাচন দুই পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হবে। যথা- কণ্ঠ ভোটে অথবা ব্যালটে।[১১]

(গ) কার্যকরী পরিষদ পরবর্তী নির্বাচন কার্য পরিচালনার জন্য কার্যকরী কমিটির মেয়াদ শেষ হওয়ার ৩০ দিন পূর্বে ২ (দুই) সদস্য-বিশিষ্ট একটি নির্বাচন উপ-কমিটি গঠন করবেন। এই নির্বাচন উপ-কমিটি গঠিত হওয়ার ৩০ দিনের মধ্যে নির্বাচন কার্য সম্পাদন করবেন। নির্বাচন সংক্রান্ত যাবতীয় সিদ্ধান্ত এই নির্বাচন উপ-কমিটি নিতে পারবেন এবং নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা করবেন। এই নির্বাচন উপ-কমিটির রায়ই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।[১২]

(ঘ) নবনির্বাচিত কার্যকরী পরিষদ নির্বাচিত হবার ৬০ (ষাট)[১৩] দিনের মধ্যে যাবতীয় দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করবেন।

৭নং ধারা

কার্যকরী পরিষদের দায়িত্ব ও ক্ষমতা:

(ক) সভাপতি:

(১) তিনি সংগঠনের প্রধান ব্যক্তি হিসেবে সংগঠনের যাবতীয় কার্যাবলী পরিচালনা করবেন।

(২) তিনি সকল প্রকার সভায় সভাপতিত্ব করবেন।

(৩) কোন বিষয়ে ভোটাভোটিতে যদি দুই পক্ষের মধ্যে সমান হয়ে থাকলে সে ক্ষেত্রে সভাপতি তার কাষ্টিং ভোট প্রদানের মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের অধিকার রাখেন।

(৪) তিনি সংগঠনের কাজের নিমিত্তে পরিষদের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে *৫,০০০/= (পাঁচ হাজার)*[১৪] টাকা পর্যন্ত খরচ করতে পারবেন। তবে মাসে তিনবারের অধিক তা করতে পারবেন না এবং খরচের হিসাব পরবর্তী মাসিক সভায় অবশ্যই উত্থাপন করতে হবে।[১৫]

---

[১১] ১৫ মার্চ ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত বিশেষ সাধারণ সভায় 'গোপন' শব্দটি বাদ দিয়ে 'ব্যালটে' শব্দটি রাখা হয়।
[১২] ২৮ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত সাধারণ সভায় অনুচ্ছেদটি সংশোধন করা হয়।
[১৩] ২৮ নভেম্বর ২০০৮ তারিখে অনুষ্ঠিত বার্ষিক সাধারণ সভায় '৩০ (ত্রিশ) দিনের' পরিবর্তে '৬০ (ষাট) দিন' প্রতিস্থাপিত করা হয়।
[১৪] ১৫ মার্চ ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত বিশেষ সাধারণ সভায় '১,০০০/-' পরিবর্তে '৫,০০০/-' প্রতিস্থাপিত করা হয়।
[১৫] ২৮ নভেম্বর ২০০৮ তারিখে অনুষ্ঠিত বার্ষিক সাধারণ সভায় এ বাক্যটি সংযোজন করা হয়।

General Secretary
Trinamul Unnayan Sangstha

নং
নিবন্ধীকরণ
খাগড়াছড়ি
তারিখ......................

Chairperson
Trinamul Unnayan Sangstha

(খ) সহ-সভাপতি:

(১) তিনি সভাপতিকে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবেন।

(২) সভাপতির অনুপস্থিতিতে তিনি ভারপ্রাপ্ত সভাপতি হিসেবে যাবতীয় দায়িত্ব পালন করবেন।

(৩) সভাপতির অনুপস্থিতিতে তিনি ভারপ্রাপ্ত সভাপতি হিসেবে যাবতীয় দায়িত্ব পালন করবেন এবং তিনি ৭ নং ধারার ক(৪) উপ-ধারায় বর্ণিত ক্ষমতা প্রাপ্ত হবেন।[১৬]

(গ) সাধারণ সম্পাদক:[১৭]

(১) তিনি সংগঠনের কার্যনির্বাহী প্রধান[১৮] হিসেবে যাবতীয় কার্যাবলী নির্বাহ করবেন।

(২) তিনি সভাপতির পরামর্শক্রমে সংগঠনের বিভিন্ন সভা আহবান করবেন।

(৩) তিনি প্রত্যেকটি সভায় কাজের অগ্রগতির প্রতিবেদন পেশ করবেন।

(৪) তিনি সংগঠনের কাজের নিমিত্তে কার্যকরী পরিষদের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে ৩,০০০/= (তিন হাজার)[১৯] টাকা পর্যন্ত খরচ করতে পারবেন। তবে মাসে তিনবারের অধিক তা করতে পারবেন না এবং খরচের হিসাব পরবর্তী মাসিক সভায় অবশ্যই উত্থাপন করতে হবে।[২০]

(ঘ) দপ্তর সম্পাদক:

(১) তিনি সংগঠনের যাবতীয় দলিলপত্রাদি সতর্কতার সাথে সযত্নে রক্ষণাবেক্ষণ করবেন।

(২) তিনি সভাপতি ও সম্পাদকের পরামর্শক্রমে দায়িত্ব পালন করবেন।

(ঙ) কোষাধ্যক্ষ:

(১) তিনি যাবতীয় হিসাব নিকাশ রক্ষণাবেক্ষণ করবেন।

(২) তিনি সাধারণ সদস্যদের মাসিক চাঁদা ও এককালীন চাঁদা সংগ্রহ করবেন।

(৩) তিনি সংগঠনের কাজের নিমিত্তে কার্যকরী পরিষদের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে ২,০০০/= *(দুই হাজার)*[২১] টাকা পর্যন্ত খরচ করতে পারবেন। তবে মাসে তিনবারের অধিক তা করতে পারবেন না এবং খরচের হিসাব পরবর্তী মাসিক সভায় অবশ্যই উত্থাপন করতে হবে।[২২]

---

[১৬] ২৮ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত সাধারণ সভায় অনুচ্ছেদটি সংশোধন করা হয়।
[১৭] ১৭ ডিসেম্বর ২০০৫ তারিখে অনুষ্ঠিত বার্ষিক সাধারণ সভার মাধ্যমে সংশোধনী এনে সম্পাদক এর আগে 'সাধারণ' শব্দটি সংযোজন করা হয়।
[১৮] ১৭ ডিসেম্বর ২০০৫ তারিখে অনুষ্ঠিত বার্ষিক সাধারণ সভার মাধ্যমে সংশোধনী এনে 'প্রধান কার্যনির্বাহী কর্মকর্তা' পরিবর্তে 'কার্যনির্বাহী প্রধান' প্রতিস্থাপিত করা হয়।
[১৯] ১৫ মার্চ ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত বিশেষ সাধারণ সভায় '৫০০/-' পরিবর্তে '৩,০০০/-' প্রতিস্থাপিত করা হয়।
[২০] প্রাগুক্ত
[২১] ১৫ মার্চ ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত বিশেষ সাধারণ সভায় '৫০০/-' পরিবর্তে '২,০০০/-' প্রতিস্থাপিত করা হয়।
[২২] প্রাগুক্ত

General Secretary
Trinamul Unnayan Sangstha

নং
নিবন্ধীকরণ
খাগড়াছড়ি
তারিখ.....

Chairperson
Trinamul Unnayan Sangstha

(চ) কার্যকরী পরিষদ সদস্য:

(১) তিনি/তাঁরা সভাপতি ও সম্পাদক মহোদয়কে সাংগঠনিক কার্য নির্বাহে পূর্ণ সহযোগিতা প্রদান করবেন।

(২) কার্যকরী পরিষদ কর্তৃক অর্পিত যে কোন দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে সম্পাদন করবেন।

(৩) তিনি/তাঁরা সভায় তাঁর/তাঁদের সুচিন্তিত মতামত প্রদান করবেন।

৭ (১) সংগঠনের কার্যাবলী সম্পাদনের সুবিধার্থে কার্যকরী পরিষদ নির্বাহী পরিচালকসহ প্রয়োজনীয় কর্মী নিয়োগ করতে পারবেন।[২৩]

৭ (২) কার্যকরী পরিষদ সংগঠনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এবং কার্য পরিচালনার জন্য প্রয়োজনে বিভিন্ন নীতিমালা, বিধিমালা ও ম্যানুয়েল প্রণয়ন করতে পারবেন।[২৪]

৮ নং ধারা

সদস্য ভর্তি, সদস্যপদ বাতিল ও পূনর্বহাল সংক্রান্ত ঃ-

(ক) সদস্য ভর্তি: নিম্নলিখিত শর্তাবলী পূরণ সাপেক্ষে সদস্যপদ গ্রহণ করা যাবে-

(১) তাঁকে অবশ্যই প্রাপ্ত বয়স্ক হতে হবে।

(২) তাঁকে অবশ্যই স্বেচ্ছাসেবী ও সেবাব্রত মানসিকতার অধিকারী হতে হবে।

(৩) তাঁকে অবশ্যই সংগঠনের গঠনতন্ত্র অনুসারে নিয়ম-শৃঙ্খলা মেনে চলার এবং দায়-দায়িত্ব পালন করার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে হবে।

(৪) সংস্থার সাধারণ সদস্যপদ লাভে আগ্রহী ব্যক্তিকে সংস্থা কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে আবেদন করতে হবে এবং উক্ত যথাযথ তথ্য সম্মিলিত আবেদনপত্র কার্যকরী কমিটির সভায় অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হবে। কার্যকরী কমিটির সভায় উপস্থিত সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের সম্মতিতে সদস্যপদ অনুমোদন করা হবে।[২৫]

(৫) তাঁকে ভর্তি ফি বাবদ ৫০০/= (পাঁচ শত) টাকা এবং মাসিক ফি ২০/=(বিশ) টাকা হারে প্রদান করতে হবে।[২৬]

(খ) সদস্যপদ বাতিল: নিম্ন লিখিত কারণে সদস্যপদ বাতিল হয়ে যাবে-

(১) কোন যথোপযুক্ত কারণ দর্শানো ব্যতীত পর পর তিনটি সাধারণ সভায় অনুপস্থিত থাকলে।

(২) ক্রমাগত ৬ (ছয়) মাস মাসিক চাঁদা নিয়মিত প্রদান না করলে।

---

[২৩] প্রাগুক্ত
[২৪] ১৫ মার্চ ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত বিশেষ সাধারণ সভায় উপ-ধারা ৭(২) সংযোজন করা হয়।
[২৫] ১৫ মার্চ ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত বিশেষ সাধারণ সভায় অনুচ্ছেদটি পরিমার্জন করা হয়।
[২৬] ২৮ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত সাধারণ সভায় অনুচ্ছেদটি সংশোধন করা হয়।

General Secretary
Trinamul Unnayan Sangstha

নং
নিবন্ধীকরণ
খাগড়াছড়ি
তারিখ.........................

Chairperson
Trinamul Unnayan Sangstha

(৩) সংগঠনের পরিপন্থী কোন কাজে লিপ্ত হলে;

(৪) ফৌজদারী অপরাধে সাজাপ্রাপ্ত হলে, অসামাজিক কার্যকলাপে জড়িত হলে বা মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটলে;

(৫) কোন সদস্য স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করলে এবং তা কার্যকরী পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত হলে অথবা কোন সদস্যের মৃত্যু ঘটলে[১]।

(গ) **সদস্যপদ পুনর্বহাল সংক্রান্ত** নিম্নলিখিত শর্তাবলী পূরণ সাপেক্ষে বাতিলকৃত সদস্যপদ পুনর্বহাল করা যাবে-

(১) পর্যায়ক্রমে তিনটি সাধারণ সভায় অনুপস্থিত এবং নিয়মিত মাসিক ফি প্রদান না করার কারণে সদস্যপদ বাতিল হলে পুনঃসদস্যপদ লাভের জন্য সন্তোষজনক কৈফিয়ত ও অঙ্গিকার নামা দাখিল করলে;

(২) কার্যকরী পরিষদের উপস্থিত সদস্যদের সংখ্যা গরিষ্ঠ মতামতের ভিত্তিতে পুনঃভর্তি ফি ও বকেয়া মাসিক ফি পরিশোধের মাধ্যমে;[২]

(৩) সংগঠনের পরিপন্থী কোন কাজে লিপ্ত হবার কারনে সদস্যপদ বাতিল হলে সদস্যপদ পুনর্বহাল করা যাবে না।

৯ নং ধারা

সভা ও কোরাম সংক্রান্ত ঃ-

(ক) **সভা ঃ-** সংগঠনের মোট তিন ধরনের সভা অনুষ্ঠিত হবে। যথা-

(১) সাধারণ সভা, (২) কার্যকরী পরিষদ সভা ও (৩) বিশেষ সভা।

(১) **সাধারণ সভা ঃ-** সংগঠনের সকল সদস্যদের নিয়ে বৎসরে একবার সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে সাধারণ সভা অনুষ্ঠানের কমপক্ষে পনের দিন পূর্বে সভার তারিখ, স্থান ও আলোচ্য বিষয় উল্লেখ পূর্বক নোটিশ জারি করতে হবে। এই সভায় সংগঠনের বাজেট অনুমোদন, গঠনতন্ত্র সংশোধন, সাংগঠনিক কর্মসূচী ইত্যাদি গ্রহণ করা হয়।

(২) **কার্যকরী পরিষদ সভা**[৩] ঃ- কার্যকরী পরিষদ 'কমপক্ষে চার মাস অন্তর একবার[৪] কার্যকরী পরিষদ সভা অনুষ্ঠিত করবে। সাত দিনের নোটিশে এই সভা আহবান করতে হবে। এই সভায় বিগত মাসের কাজের অগ্রগতির উপর আলোচনা ও পরবর্তী কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে।

(৩) **বিশেষ সভা ঃ-** কোন বিশেষ কারণে জরুরী ভিত্তিতে সভা অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে চব্বিশ ঘন্টার নোটিশে কার্যকরী পরিষদ এবং বাহাত্তর ঘন্টার নোটিশে সাধারণ পরিষদের বিশেষ সভা আহবান করা হবে।

---

[১] ১৭ ডিসেম্বর ২০০৫ তারিখে অনুষ্ঠিত বার্ষিক সাধারণ সভার মাধ্যমে সংশোধনী এনে এই উপ-ধারাটি সংযোজন করা হয়।
[২] ২৮ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত বার্ষিক সাধারণ সভায় ৮গ(২) বাক্যেটি সংশোধন করা হয়।
[৩] ২৯ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত বার্ষিক সাধারণ সভায় 'মাসিক' শব্দ এর পরিবর্তে 'কার্যকরী পরিষদ' শব্দদ্বয়টি এবং 'দুই' শব্দ এর পরিবর্তে 'চার' শব্দটি প্রতিস্থাপিত করা হয়।
[৪] ২৮ নভেম্বর ২০০৮ তারিখে অনুষ্ঠিত বার্ষিক সাধারণ সভায় এ শব্দসমূহ প্রতিস্থাপিত করা করা হয়।

General Secretary
Trinamul Unnayan Sangstha

নং
নিবন্ধীকরণ
তারিখ.....

Chairperson
Trinamul Unnayan Sangstha

(খ) কোরাম ঃ- সংখ্যা গরিষ্ঠ[৩] সদস্য উপস্থিত থাকলে সভার কোরাম পূর্ণ হয়েছে বলে বিবেচিত হবে।

১০ নং ধারা

তহবিল গঠন, পরিচালনা ও হিসাব পরীক্ষা সংক্রান্ত ঃ –

(ক) তহবিল গঠন ঃ- নিম্নোক্ত উপায়ে সংগঠনের তহবিল গঠন করা হবে–

(১) সদস্যদের মাসিক ও এককালীন চাঁদা।

(২) শুভাকাঙ্খীদের এককালীন অনুদান।

(৩) দাতা সংস্থার অনুদান।

(৪) সরকারি, আধা-সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত অনুদান।

(খ) তহবিল পরিচালনা ঃ- এই সংগঠনের সমুদয় অর্থ কেন্দ্রীয় কার্যালয় এলাকার যেকোন তফসিলি ব্যাংকে গচ্ছিত থাকবে। কার্যকরী পরিষদের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, ও কোষাধ্যক্ষের স্বাক্ষরে ব্যাংক হিসাব খোলা হবে এবং উক্ত তিনজনের যে কোন দুই জনের যুগ্ম স্বাক্ষরে ব্যাংক হতে টাকা উত্তোলন করা যাবে। তবে শর্ত থাকে যে, টাকা উত্তোলনের সময় চেকে সাধারণ সম্পাদকের স্বাক্ষর বাধ্যতামূলক। 'বৈদেশিক অনুদান গ্রহন করার জন্য সংস্থার একটি মাদার একাউন্ট থাকবে। এই মাদার একাউন্ট যেকোন সিডিউল ব্যাংকে খোলা যাবে। এই মাদার একাউন্ট এর মাধ্যমে বৈদেশিক অনুদান গৃহীত হবে'।[৭]

সংগঠনের প্রকল্প ব্যাংক হিসাব পরিচালনা ঃ- এই সংগঠনের প্রকল্প হিসাব পরিচালনার জন্য কার্যকরী পরিষদের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ ও নির্বাহী পরিচালকের স্বাক্ষরে প্রকল্প ব্যাংক হিসাব খোলা হবে এবং উক্ত চার জনের যে কোন দুই জনের যুগ্ম স্বাক্ষরে প্রকল্প ব্যাংক হিসাব হতে টাকা উত্তোলন করা যাবে। তবে শর্ত থাকে যে, টাকা উত্তোলনের সময় চেকে নির্বাহী পরিচালকের স্বাক্ষর বাধ্যতামূলক হবে।[৮]

(গ) হিসাব নিরীক্ষা ঃ- কার্যকরী পরিষদ কর্তৃক একটি ৩ (তিন) সদস্য বিশিষ্ট হিসাব নিরীক্ষা উপ-কমিটি গঠন করা হবে। এই উপ-কমিটি ন্যূনতম এক বৎসরের হিসাব নিরীক্ষা করবে। এই কমিটিতে কার্যকরী পরিষদের কোন সদস্যকে মনোনীত করা যাবে না। হিসাব নিরীক্ষা উপ-কমিটি ছাড়াও নিবন্ধিকরণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাৎসরিক অডিট করা যাবে। 'সরকার অনুমোদিত যে কোন অডিট ফার্ম দ্বারা প্রতিবছর সংস্থার আয়-ব্যয়ের হিসাব নিরীক্ষা করা হবে'।[৯]

১১ নং ধারা

গঠনতন্ত্র সংশোধন ঃ- গঠনতন্ত্রের কোন ধারা সংশোধন করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে সংগঠনের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সম্মতি সাপেক্ষে এবং সংশ্লিষ্ট নিবন্ধিকরণ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে গঠনতন্ত্রের পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংযোজন ও বিয়োজন করা যাবে।

---

[৩] ২৯ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত বার্ষিক সাধারণ সভায় 'দুই-তৃতীয়াংশ' শব্দদ্বয় এর পরিবর্তে 'এক-তৃতীয়াংশ' শব্দদ্বয়টি প্রতিস্থাপিত করা হয়।
[৭] ০৮/০৩/২০০৩ তারিখে অনুষ্ঠিত বিশেষ সাধারণ সভায় উক্ত বাক্যটি সংযোজন করা হয়।
[৮] ২৮ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত বার্ষিক সাধারণ সভায় অনুচ্ছেটি সংযোজন করা হয়।
[৯] ০৮/০৩/২০০৩ তারিখে অনুষ্ঠিত বিশেষ সাধারণ সভায় বাক্যটি সংযোজন করা হয়।

General Secretary
Trinamul Unnayan Sangstha

Chairperson
Trinamul Unnayan Sangstha

১২নং ধারা

বিলুপ্তকরণ পদ্ধতি ঃ- কোন অনিবার্য কারণবশতঃ সংগঠনের অস্তিত্বের বিপর্যয় সৃষ্টি হলে এবং মোট সদস্যের তিন-পঞ্চমাংশ সদস্য লিখিতভাবে বিলুপ্ত করার প্রস্তাব দিলে এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য সংগঠনের সভাপতি সাধারণ পরিষদের সভা আহবান করবেন। উক্ত সভায় সংগঠন বিলুপ্ত করার পক্ষে তিন-পঞ্চমাংশ সদস্যের সমর্থন লাভ করলে সংগঠনের যাবতীয় দেনা-পাওনা পরিশোধ সাপেক্ষে বিলুপ্ত ঘোষণা করা যাবে এবং সংগঠনের উদ্বৃত্ত বিষয়-সম্পত্তি নিবন্ধনকারী কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে স্থানীয় যে কোন স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানে হস্তান্তর করা যাবে। বিলুপ্ত ঘোষণার সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট নিবন্ধিকরণ কর্তৃপক্ষকে লিখিতভাবে জানাতে হবে।

নং
নিবন্ধীকরণ
খাগড়াছড়ি
তারিখ.....

General Secretary
Trinamul Unnayan Sangstha

Chairperson
Trinamul Unnayan Sangstha

অনুমোদিত
০৪/৪/২০২১
মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম
উপ-পরিচালক
জেলা সমাজসেবা কার্যালয়
খাগড়াছড়ি।

তৃণমূল উন্নয়ন সংস্থা
একটি সমাজ কল্যাণমূলক সংগঠন
খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা।

গঠনতন্ত্রের সংশোধিত ধারাসমূহ

সংস্থার গঠনতন্ত্রের ১১নং ধারা মোতাবেক বিগত ২৮ ডিসেম্বর ২০১৯ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত বার্ষিক সাধারণ সভায় সদস্যদের সর্বসম্মতিতে সংস্থার গঠনতন্ত্রের ভূমিকা, ধারা-১, ২, ৪, ৫(ক), ৫(গ), ৬(খ)(১)৭ক(৪), ৭খ(২), ৭গ(৪), ৭ঙ(৩), ৭চ(২), [illegible](২), ৮ক(১,৪,৫), ৮গ(২), ৯(খ), ১০(খ) ও ১২সমূহ সংশোধন ও সংযোজন করা হয়। ধারাসমূহ নিম্নরূপঃ

সংশোধনি- ১:
গঠনতন্ত্রের ভূমিকায় এর বর্তমান অনুচ্ছেদের পরিবর্তে সংশোধিত অনুচ্ছেটি প্রতিস্থাপিত হবে।

বর্তমান অনুচ্ছেদ:	সংশোধিত অনুচ্ছেদ:
ভূমিকা: পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীগণ সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে অনুন্নত ও সুযোগবঞ্চিত। এছাড়া বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলেও অনেক লোক চরম দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাস করে। এই অনুন্নত ও সুযোগবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যেই এই সংগঠন তার কার্যক্রম চালিয়ে যাবে।	ভূমিকা ঃ পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত অধিকাংশ জনগোষ্ঠি সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্যানিটেশন, সুপেয় পানি, যাতায়াত ইত্যাদিসহ নাগরিক সুবিধা থেকে বঞ্চিত, প্রান্তিক, পিছিয়ে পড়া ও পশ্চাৎপদ। অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী না হওয়ার কারণে তাদের অনেকে দারিদ্র্য সীমার নীচে বসবাস করেন। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা, জাতীয় দারিদ্র বিমোচন কৌশলপত্র ও জাতীয় পরিকল্পনার সাথে সমন্বয় রেখে এই অঞ্চলে বসবাসরত সুযোগবঞ্চিত, প্রান্তিক ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠির আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্যানিটেশন, সুপেয় পানিসহ নাগরিক সুবিধাদি উন্নয়নের লক্ষ্যে এই সংগঠন তার নিম্নোক্ত ভিশন, মিশন, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে কার্যক্রম পরিচালিত করবে।

সংশোধনি- ২:
গঠনতন্ত্রের ১নং ধারায় সংগঠনের মনোগ্রাম বা লোগো অনুচ্ছেদটি সংযোজিত হবে।

সংগঠনের মনোগ্রাম বা লোগো ঃ এই সংগঠনের মনোগ্রাম বা লোগো হবে 'ফুলবাড়েং' যার অর্থ হবে অর্থ-সম্পদ ও সৌভাগ্যের প্রতীক। 'ফুলবাড়েং'কে ঘিরে থাকবে সূর্যের রশ্মির মত বিভিন্ন রঙের বারটি দাগ যা বৈচিত্র্যতার প্রতীক। সাথে থাকবে সবুজ পাহাড় ও নদী যা দেশ প্রেম ও শান্তির প্রতীক।

General Secretary
Trinamul Unnayan Sangstha

নং
নিবন্ধীকরণ
খাগড়াছড়ি
তারিখ.........................

Chairperson
Trinamul Unnayan Sangstha

সংশোধনি- ৩:
গঠনতন্ত্রের ২নং ধারায় সংগঠনের কার্যপরিধির বর্তমান অনুচ্ছেদটির পরিবর্তে সংশোধিত অনুচ্ছেদটি প্রতিস্থাপিত হবে।

বর্তমান ধারা:	সংশোধিত ধারা:
সংগঠনের কার্যপরিধি: প্রাথমিকভাবে তিন পার্বত্য জেলায় (রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান) এই সংগঠন তার কার্যক্রম পরিচালনা করবে। তবে তহবিল প্রাপ্তি ও লোকবল থাকলে, দেশের অন্যান্য জেলায়ও সংগঠনের কার্যপরিধি সম্প্রসারিত করা হবে।	সংগঠনের কার্যপরিধি ঃ সংগঠনের কার্যপরিধি হবে খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা। তবে সংশ্লিষ্ট নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে সমগ্র বাংলাদেশে কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবে।

সংশোধনি-৪:
গঠনতন্ত্রের ৪ নং ধারার সংগঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের আওতায় বর্তমান কার্যক্রমগুলোর পরিবর্তে সংশোধিত কার্যক্রমগুলো প্রতিস্থাপিত হবে।

বর্তমান ধারা:	সংশোধিত ধারা:
সংগঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য: দেশের প্রান্তিক ও 'সুযোগ বঞ্চিত' জনগোষ্ঠির সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে উন্নয়ন সাধনই এই সংগঠনের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। তবে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রান্তিক ও 'সুযোগ বঞ্চিত' জনগোষ্ঠীর সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে এই সংগঠন কাজ করবে। এই লক্ষ্যে নিম্নলিখিত কর্মসূচীর আলোকে এই সংগঠন তার কার্যক্রম পরিচালনা করবে: (১) গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য তৃণমূল পর্যায়ে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচী গ্রহণ করা হবে। (২) নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য সামাজিক শিক্ষা, বয়স্ক শিক্ষাসহ বিভিন্ন অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করবে। (৩) দরিদ্র জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য স্বাস্থ্যসেবা, স্যানিটেশন ব্যবস্থা ও প্রাথমিক স্বাস্থ্যশিক্ষা কর্মসূচি হাতে নেয়া। (৪) গ্রামীণ কৃষকদের ভূমির কার্যকর ব্যবহারের জন্য সেচ ব্যবস্থার উদ্যোগ গ্রহণ, বৈজ্ঞানিক উপায়ে চাষাবাদ, ফলদবাগান ও মৎস্য চাষ, পশু ও হাঁস-মুরগী পালন ইত্যাদিতে উৎসাহ ও সহায়তা প্রদান করা। (৫) বেকার যুবক-যুবতীদের বেকারত্ব দূরীকরণের জন্য কারিগরি শিক্ষা ও আত্মকর্মসংস্থানমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা।	**সংগঠনের ভিশন, মিশন, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ** **ভিশন ঃ** 'ঐক্য, সংহতি, বৈচিত্র্যতা, ন্যায্যতা, সমতা, সততা, সৃজনশীলতা ও সামাজিক ন্যায়বিচার মূল্যবোধের ভিত্তিতে একটি সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা যাতে মানুষ সমৃদ্ধি ও মর্যাদাপূর্ণ জীবন পায়।' **মিশন ঃ** 'তৃণমূল পর্যায়ে সুযোগবঞ্চিত, প্রান্তিক ও পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠির সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করা যাতে তারা নিজেদের আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা ও অন্যান্য নাগরিক সেবাসমূহ প্রাপ্তিতে সমস্যা বা ইস্যু গুলো চিহ্নিত করে সমাধান করতে পারে।' **লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঃ** তৃণমূল পর্যায়ে প্রান্তিক, সুযোগ বঞ্চিত, প্রতিবন্ধি, নারী, বৃদ্ধ, যুবক, শিশু ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠির সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্যানিটেশন, সুপেয় পানি ও পরিবেশ-প্রতিবেশসহ জীবনযাত্রামান উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করার লক্ষ্য উন্নয়নমূলক কার্যক্রম হাতে নেওয়া এবং সামাজিক ন্যায়বিচার, ন্যায্যতা, জেন্ডার সমতা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করাই এই সংগঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য সংগঠন নিম্নলিখিত কার্যক্রম পরিচালনা করবে ঃ

General Secretary
Trinamul Unnayan Sangstha

Chairperson
Trinamul Unnayan Sangstha

(৬) দুঃস্থ শিশু কল্যাণ ও সমাজে নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করা ও নারীর স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধির কর্মসূচি গ্রহণ করা।

(৭) পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগোষ্ঠীর ঐতিহ্যগত সংস্কৃতি সংরক্ষণ ও বিকাশে ভূমিকা রাখা।

(৮) পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষার্থে জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করা ও বনায়নের মাধ্যমে গ্রামীণ দরিদ্র জনসাধারণের জীবিকা নির্বাহ সুনিশ্চিত করা।

(৯) অসহায় ব্যক্তিদেরকে প্রয়োজনীয় আইনী পরামর্শ ও আইনগত সহায়তা প্রদান করা।

(১০) দুর্গত ব্যক্তিদের ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করা।

(১) গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠির আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য তৃণমূল পর্যায়ে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচী গ্রহণ করা।

(২) নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য প্রযোজ্য ক্ষেত্রে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে সামাজিক শিক্ষা, বয়স্ক শিক্ষাসহ বিভিন্ন অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা।

(৩) দরিদ্র জনগোষ্ঠির স্বাস্থ্য ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য স্বাস্থ্যসেবা, স্যানিটেশন ব্যবস্থা, নারী-শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের পুষ্টি ও প্রজনন স্বাস্থ্য শিক্ষা ও সচেতনতা বিষয়ক কর্মসূচী গ্রহণ করা।

(৪) গ্রামীণ কৃষক ও জুমিয়া কৃষকদের ভূমির কার্যকর ব্যবহারের জন্য সেচ ব্যবস্থার উদ্যোগ গ্রহণ, বৈজ্ঞানিক উপায়ে চাষাবাদ, ফলদবাগান সৃজন, মৎস্য চাষ, গৃহপালিত পশু ও হাঁস-মুরগি পালন ইত্যাদি আয়বর্ধক কর্মসূচীতে উৎসাহ ও সহায়তা প্রদান করা।

(৫) বেকার যুবক-যুবতীদের বেকারত্ব দূরীকরণের জন্য কারিগরি শিক্ষা ও আত্মকর্মসংস্থানমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা।

(৬) দুঃস্থ শিশু কল্যাণ, জেন্ডার সমতা ও ন্যায্যতা, যৌতুক, বাল্যবিবাহ, এসিড সন্ত্রাস, তামাক, মাদক, নারী-শিশু পাচার বিষয়ক সচেতনতামূলক প্রচারণাভিযান ও কর্মসূচি গ্রহণ করা।

(৭) পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগোষ্ঠির ঐতিহ্যগত সংস্কৃতি সংরক্ষণ ও বিকাশে ভূমিকা রাখা।

(৮) পরিবেশ, জীববৈচিত্র্য, লোকজ জ্ঞান, জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা, সংরক্ষণ ও উন্নয়ন সম্পর্কে জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করা এবং জনগোষ্ঠির জীবিকা উন্নয়নে কর্মসূচী গ্রহণ করা।

(৯) ভাল্‌নারেবল গ্রুপ বিশেষভাবে বৃদ্ধ, নারী, শিশু ও প্রতিবন্ধীদের মেইনস্ট্রিমে আনার জন্য অ্যাফারমেটিভ এ্যাকশন গ্রহণ করা।

(১০) দুঃস্থ ও অসহায় ব্যক্তিদেরকে প্রয়োজনীয় আইনী পরামর্শ ও আইনগত সহায়তা প্রদান করা।

(১১) প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থ গরীব ও অসহায় ব্যক্তিদের সহায়তা উপকরণ বা ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করা।

নং
নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষ
খাগড়াছড়ি
তারিখ.....

General Secretary
Trinamul Unnayan Sangstha

Chairperson
Trinamul Unnayan Sangstha

সংশোধনি-৫:

৫ নং ধারার আওতায় (গ) উপ-ধারাটি সংযোজন করা হল:

বর্তমান ধারা:	সংযোজিত ধারা:
(ক) **সাধারণ পরিষদ:** সংগঠনের সকল সদস্যদের নিয়ে সাধারণ পরিষদ গঠিত হবে এবং এই পরিষদ সংগঠনের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। এই পরিষদ সংগঠনের উদ্দেশ্য-লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য একটি কার্যকরী পরিষদ গঠন করবে এবং সংগঠনের গঠনতন্ত্র প্রয়োজনানুসারে সংশোধন, সংযোজন ও বিয়োজন করতে পারবে। সাধারণ পরিষদের তিন-পঞ্চমাংশ সদস্য কার্যকরী পরিষদ বা পরিষদের যে কোন সদস্যের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপন করলে সাধারণ পরিষদের বিশেষ সভা আহবান করা হবে এবং এই বিশেষ সভায় অনাস্থা প্রস্তাব গৃহীত হলে নতুন কার্যকরী পরিষদ গঠন বা যে সদস্যের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনা হবে সেই সদস্যের শূণ্যপদ পূরণ করা হবে। 'আরো উল্লেখ্য, কার্যকরী পরিষদের কোন সদস্য স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করলে এবং তা কার্যকরী পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত হলে অথবা মৃত্যুজনিত কারণে কোন পদ শুন্য হলে ৩০ দিনের মধ্যে সাধারণ পরিষদের বিশেষ সভা আহ্বানের মাধ্যমে উক্ত শুন্যপদ পূরণ করা হবে।	(ক) **সাধারণ পরিষদ:** সংগঠনের সকল সদস্যদের নিয়ে সাধারণ পরিষদ গঠিত হবে এবং এই পরিষদ সংগঠনের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। এই পরিষদ সংগঠনের উদ্দেশ্য-লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য একটি কার্যকরী পরিষদ গঠন করবে এবং সংগঠনের গঠনতন্ত্র প্রয়োজনানুসারে সংশোধন, সংযোজন ও বিয়োজন করতে পারবে। সাধারণ পরিষদের তিন-পঞ্চমাংশ সদস্য কার্যকরী পরিষদ বা পরিষদের যে কোন সদস্যের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপন করলে সাধারণ পরিষদের বিশেষ সভা আহবান করা হবে এবং এই বিশেষ সভায় অনাস্থা প্রস্তাব গৃহীত হলে নতুন কার্যকরী পরিষদ গঠন বা যে সদস্যের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনা হবে সেই সদস্যের শূন্যপদ পূরণ করা হবে। 'আরো উল্লেখ্য, কার্যকরী পরিষদের কোন সদস্য স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করলে এবং তা কার্যকরী পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত হলে অথবা মৃত্যুজনিত কারণে কোন পদ শূন্য হলে ৩০ দিনের মধ্যে সাধারণ পরিষদের বিশেষ সভা আহ্বানের মাধ্যমে উক্ত শূন্যপদ পূরণ করা হবে। সাধারণ পরিষদ সংস্থার আয় ব্যয়ের হিসাব ও বাজেট অনুমোদন করবে।
নাই	(গ) **সংরক্ষিত নারী পদ ঃ** কার্যকরী পরিষদে নারীর অংশগ্রহন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ৩(তিন)টি পদ (যথা- সহ-সভাপতি, দপ্তর সম্পাদক ও ১টি নারী সদস্য পদ) নারীদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। তবে সাধারণ পরিষদের মাধ্যমে এই ৩(তিন)টি পদ পরিবর্ধন ও পরিমার্জন করা যাবে।

General Secretary
Trinamul Unnayan Sangstha

Chairperson
Trinamul Unnayan Sangstha

সংশোধনি-৬:

৬ নং ধারার (খ) উপ-ধারায় গোপন শব্দটি বাদ দেওয়া হল এবং (গ) ধারার অনুচ্ছেদটির বদলে নতুন অনুচ্ছেদটি প্রতিস্থাপন করা হল।

বর্তমান ধারা:	সংশোধিত ধারা:
(খ) নির্বাচন দুই পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হবে। যথা- গোপন ব্যালটে অথবা কণ্ঠ ভোটে।	(খ) নির্বাচন দুই পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হবে। যথা- কণ্ঠ ভোটে অথবা ব্যালটে।
(গ) পরিষদের নির্বাচন কার্য পরিচালনার জন্য বিদায়ী কার্যকরী পরিষদ কর্তৃক ২ (দুই) সদস্য-বিশিষ্ট একটি নির্বাচন উপ-কমিটি গঠন করা হবে। এই উপকমিটি নির্বাচন কার্য সম্পাদন করবে এবং কমিটির রায়ই চুড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।	(গ) কার্যকরী পরিষদ পরবর্তী নির্বাচন কার্য পরিচালনার জন্য কার্যকরী কমিটির মেয়াদ শেষ হওয়ার ৩০ দিন পূর্বে ২ (দুই) সদস্য-বিশিষ্ট একটি নির্বাচন উপ-কমিটি গঠন করবেন। এই নির্বাচন উপ-কমিটি গঠিত হওয়ার ৩০ দিনের মধ্যে নির্বাচন কার্য সম্পাদন করবেন। নির্বাচন সংক্রান্ত যাবতীয় সিদ্ধান্ত এই নির্বাচন উপ-কমিটি নিতে পারবেন এবং নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা করবেন। এই নির্বাচন উপ-কমিটির রায়ই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

সংশোধনি-৭:

৭ নং ধারার 'ক' এর (৪) উপ-ধারায় ১,০০০/- (এক হাজার টাকা) এর পরিবর্তে ৫,০০০/-(পাঁচ হাজার টাকা) শব্দদ্বয় প্রতিস্থাপিত হবে।

বর্তমান ধারা:	সংশোধিত ধারা:
ক(৪) তিনি সংগঠনের কাজের নিমিত্তে পরিষদের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে ১,০০০/= (এক হাজার) টাকা পর্যন্ত খরচ করতে পারবেন। তবে মাসে তিনবারের অধিক তা করতে পারবেন না এবং খরচের হিসাব পরবর্তী মাসিক সভায় অবশ্যই উত্থাপন করতে হবে।	ক(৪) তিনি সংগঠনের কাজের নিমিত্তে পরিষদের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে ৫,০০০/= (পাঁচ হাজার) টাকা পর্যন্ত খরচ করতে পারবেন। তবে মাসে তিনবারের অধিক তা করতে পারবেন না এবং খরচের হিসাব পরবর্তী মাসিক সভায় অবশ্যই উত্থাপন করতে হবে।

সংশোধনি-৮:

৭ নং ধারার 'খ'(২) উপ-ধারায় নতুন অনুচ্ছেদটি প্রতিস্থাপিত হবে।

বর্তমান ধারা:	সংশোধিত ধারা:
খ(২) সভাপতির অনুপস্থিতিতে তিনি ভারপ্রাপ্ত সভাপতি হিসেবে যাবতীয় দায়িত্ব পালন করবেন। কিন্তু অর্থ সংক্রান্ত ব্যাপারে কোন ভূমিকা গ্রহণ করতে পারবেন না।	সভাপতির অনুপস্থিতিতে তিনি ভারপ্রাপ্ত সভাপতি হিসেবে যাবতীয় দায়িত্ব পালন করবেন এবং তিনি ৭ নং ধারার ক(৪) উপ-ধারায় বর্ণিত ক্ষমতা প্রাপ্ত হবেন।

General Secretary
Trinamul Unnayan Sangatha

নং
তারিখ.........................

Chairperson
Trinamul Unnayan Sangatha

সংশোধনি-৯:

৭ নং ধারার 'গ' এর (৪) উপ-ধারায় ৫০০/- (পাঁচ শত টাকা) এর পরিবর্তে ৩,০০০/-(তিন হাজার টাকা) শব্দদ্বয় প্রতিস্থাপিত হবে।

বর্তমান ধারা:	**সংশোধিত ধারা:**
গ(৪) তিনি সংগঠনের কাজের নিমিত্তে কার্যকরী পরিষদের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে ৫০০/= (পাঁচশত) টাকা পর্যন্ত খরচ করতে পারবেন। তবে মাসে তিনবারের অধিক তা করতে পারবেন না এবং খরচের হিসাব পরবর্তী মাসিক সভায় অবশ্যই উত্থাপন করতে হবে।	গ(৪) তিনি সংগঠনের কাজের নিমিত্তে কার্যকরী পরিষদের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে ৩,০০০/= (তিন হাজার) টাকা পর্যন্ত খরচ করতে পারবেন। তবে মাসে তিনবারের অধিক তা করতে পারবেন না এবং খরচের হিসাব পরবর্তী মাসিক সভায় অবশ্যই উত্থাপন করতে হবে।

সংশোধনি-১০:

৭ নং ধারার 'ঙ' এর (৩) উপ-ধারায় ৫০০/- (পাঁচ শত টাকা) এর পরিবর্তে ২,০০০/-(দুই হাজার টাকা) শব্দদ্বয় প্রতিস্থাপিত হবে।

বর্তমান ধারা:	**সংশোধিত ধারা:**
ঙ(৩) তিনি সংগঠনের কাজের নিমিত্তে কার্যকরী পরিষদের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে ৫০০/= (পাঁচশত) টাকা পর্যন্ত খরচ করতে পারবেন। তবে মাসে তিনবারের অধিক তা করতে পারবেন না এবং খরচের হিসাব পরবর্তী মাসিক সভায় অবশ্যই উত্থাপন করতে হবে।	ঙ(৩) তিনি সংগঠনের কাজের নিমিত্তে কার্যকরী পরিষদের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে ২,০০০/= (দুই হাজার) টাকা পর্যন্ত খরচ করতে পারবেন। তবে মাসে তিনবারের অধিক তা করতে পারবেন না এবং খরচের হিসাব পরবর্তী মাসিক সভায় অবশ্যই উত্থাপন করতে হবে।

সংশোধনি-১১:

৭ নং ধারার 'চ'(২) উপ-ধারাটি সাংঘর্ষিক হওয়ায় বিলোপ করা হল এবং ৭(১) উপ-ধারাটির পরিবর্তে নতুন অনুচ্ছেদটি প্রতিস্থাপিত হবে।

বর্তমান ধারা:	**সংশোধিত ধারা:**
(২) সভাপতির অনুপস্থিতিতে কার্যকরী সদস্য/সদস্যাদের মধ্য থেকে নির্বাচিত ব্যক্তি সভায় সভাপতিত্ব করবেন।	বর্তমান ধারাটি সাংঘর্ষিক হওয়ায় বিলোপ করা হল।
৭ (১) সাধারণ সম্পাদক নির্বাহী পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে পারবেন। তবে সংগঠনের কার্যাবলী সম্পাদনের সুবিধার্থে কার্যকরী পরিষদ নির্বাহী পরিচালকসহ প্রয়োজনীয় কর্মী নিয়োগ করতে পারবেন।	৭ (১) সংগঠনের কার্যাবলী সম্পাদনের সুবিধার্থে কার্যকরী পরিষদ নির্বাহী পরিচালকসহ প্রয়োজনীয় কর্মী নিয়োগ করতে পারবেন।

General Secretary
Trinamul Unnayan Sangstha

Chairperson
Trinamul Unnayan Sangstha

সংশোধনি-১২:
৭ নং ধারা এর আওতায় (২) উপ-ধারাটি সংযোজন করা হল।

বর্তমান উপ-ধারা:	সংযোজিত উপ-ধারা:
নাই	৭(২) কার্যকরী পরিষদ সংগঠনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এবং কার্য পরিচালনার জন্য প্রয়োজনে বিভিন্ন নীতিমালা, বিধিমালা ও ম্যানুয়েল প্রনয়ন করতে পারবেন।

সংশোধনি-১৩:
৮ নং ধারা এর আওতায় বর্তমান ক(১,৪,৫) ও গ(২) উপ-ধারাটি পরিবর্তে সংশোধিত উপ-ধারাটি প্রতিস্থাপিত হবে।

বর্তমান উপ-ধারা:	সংশোধিত উপ-ধারা:
ক(১) তাঁকে অবশ্যই পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে।	ক(১) তাঁকে অবশ্যই প্রাপ্ত বয়স্ক হতে হবে।
ক(৪) সংস্থার সদস্যপদ লাভে আগ্রহী ব্যক্তিকে সংস্থা কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে আবেদন করতে হবে এবং উক্ত আবেদনপত্রে কমপক্ষে দুইজন সাধারণ সদস্যের সুপারিশ থাকতে হবে। যথাযথ তথ্য সম্বলিত আবেদনপত্র প্রাপ্তির পর পরবর্তী বার্ষিক সাধারণ সভায় অনুমোদনের জন্যে তা উপস্থাপন করা হবে। সাধারণ পরিষদের ২/৩ সদস্যের সম্মতিতে আবেদনপত্র গৃহীত হলে তিনি সংস্থার সদস্য হিসেবে বিবেচিত হবেন।	ক(৪) সংস্থার সাধারণ সদস্যপদ লাভে আগ্রহী ব্যক্তিকে সংস্থা কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে আবেদন করতে হবে এবং উক্ত যথাযথ তথ্য সম্মিলিত আবেদনপত্র কার্যকরী কমিটির সভায় অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হবে। কার্যকরী কমিটির সভায় উপস্থিত সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের সম্মতিতে সদস্যপদ অনুমোদন করা হবে।
ক(৫) তাঁকে ভর্তি ফিস বাবদ ১০০/= (একশত) টাকা এবং মাসিক ফিস ১০/=(দশ) টাকা হারে প্রদান করতে হবে।	ক(৫) তাঁকে ভর্তি ফি বাবদ ৫০০/= (পাঁচ শত) টাকা এবং মাসিক ফি ২০/=(বিশ) টাকা হারে প্রদান করতে হবে।
গ(২) কার্যকরী পরিষদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের অনুমোদন সাপেক্ষে পুনঃভর্তি ফিস ও বকেয়া মাসিক ফিস পরিশোধের মাধ্যমে;	গ(২) কার্যকরী পরিষদের উপস্থিত সদস্যদের সংখ্যা গরিষ্ঠ মতামতের ভিত্তিতে পুনঃভর্তি ফি ও বকেয়া মাসিক ফি পরিশোধের মাধ্যমে;

সংশোধনি-১৪:
৯ নং ধারা এর আওতায় বর্তমান (খ) উপ-ধারাটি পরিবর্তে সংশোধিত উপ-ধারাটি প্রতিস্থাপিত হবে।

বর্তমান উপ-ধারা:	সংশোধিত উপ-ধারা:
(খ) কোরাম ঃ- এক-তৃতীয়াংশ সদস্য উপস্থিত থাকলে সভার কোরাম পূর্ণ হয়েছে বলে বিবেচিত হবে।	(খ) কোরাম ঃ- সংখ্যা গরিষ্ঠ সদস্য উপস্থিত থাকলে সভার কোরাম পূর্ণ হয়েছে বলে বিবেচিত হবে।

সংশোধনি-১৫:
১০ নং ধারা এর আওতায় বর্তমান (খ) উপ-ধারাটি পরিবর্তে সংশোধিত উপ-ধারাটি প্রতিস্থাপিত হবে।

বর্তমান উপ-ধারা:	সংশোধিত উপ-ধারা:
(খ) তহবিল পরিচালনা ঃ- এই সংগঠনের সমুদয় অর্থ কেন্দ্রীয় কার্যালয় এলাকার যেকোন ব্যাংকে গচ্ছিত	(খ) তহবিল পরিচালনা ঃ- এই সংগঠনের সমুদয় অর্থ কেন্দ্রীয় কার্যালয় এলাকার যেকোন তফসিলি ব্যাংকে

General Secretary
Trinamul Unnayan Sangstha

Chairperson
Trinamul Unnayan Sangstha

থাকবে। কার্যকরী পরিষদের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, ও কোষাধ্যক্ষের স্বাক্ষরে ব্যাংক হিসাব খোলা হবে এবং উক্ত তিনজনের যে কোন দুই জনের যুগ্ম স্বাক্ষরে ব্যাংক হতে টাকা উত্তোলন করা যাবে। 'বৈদেশিক অনুদান যেকোন সিডিউল ব্যাংকের একটি মাত্র হিসাবের মাধ্যমে গৃহীত হবে'।	গচ্ছিত থাকবে। কার্যকরী পরিষদের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, ও কোষাধ্যক্ষের স্বাক্ষরে ব্যাংক হিসাব খোলা হবে এবং উক্ত তিনজনের যে কোন দুই জনের যুগ্ম স্বাক্ষরে ব্যাংক হতে টাকা উত্তোলন করা যাবে। তবে শর্ত থাকে যে, টাকা উত্তোলনের সময় চেকে সাধারণ সম্পাদকের স্বাক্ষর বাধ্যতামূলক। 'বৈদেশিক অনুদান গ্রহন করার জন্য সংস্থার একটি মাদার একাউন্ট থাকবে। এই মাদার একাউন্ট যেকোন সিডিউল ব্যাংকে খোলা যাবে। এই মাদার একাউন্ট এর মাধ্যমে বৈদেশিক অনুদান গৃহীত হবে'। সংগঠনের প্রকল্প ব্যাংক হিসাব পরিচালনা ঃ- এই সংগঠনের প্রকল্প হিসাব পরিচালনার জন্য কার্যকরী পরিষদের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ ও নির্বাহী পরিচালকের স্বাক্ষরে প্রকল্প ব্যাংক হিসাব খোলা হবে এবং উক্ত চার জনের যে কোন দুই জনের যুগ্ম স্বাক্ষরে প্রকল্প ব্যাংক হিসাব হতে টাকা উত্তোলন করা যাবে। তবে শর্ত থাকে যে, টাকা উত্তোলনের সময় চেকে নির্বাহী পরিচালকের স্বাক্ষর বাধ্যতামূলক হবে।

সংশোধনি-১৬:
১২ নং ধারা এর আওতায় বর্তমান ধারাটি পরিবর্তে সংশোধিত উপ-ধারাটি প্রতিস্থাপিত হবে।

<u>বর্তমান উপ-ধারা:</u>	<u>সংশোধিত উপ-ধারা:</u>
বিলুপ্তকরণ পদ্ধতি ঃ- কোন অনিবার্য কারণবশতঃ সংগঠনের অস্তিত্বের বিপর্যয় সৃষ্টি হলে এবং মোট সদস্যের তিন-পঞ্চমাংশ সদস্য লিখিতভাবে বিলুপ্তির প্রস্তাব দিলে এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য সংগঠনের সভাপতি সাধারণ পরিষদের সভা আহবান করবেন। উক্ত সভায় সংগঠন বিলুপ্তির পক্ষে তিন-পঞ্চমাংশ সদস্যের সমর্থন লাভ করলে সংগঠনের যাবতীয় দেনা-পাওনা পরিশোধ সাপেক্ষে বিলুপ্তি ঘোষণা করা যাবে এবং সংগঠনের উদ্বৃত্ত বিষয়-সম্পত্তি স্থানীয় যে কোন স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানে হস্তান্তর করা যাবে। বিলুপ্তি ঘোষণার সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট নিবন্ধকারী কর্তৃপক্ষকে লিখিতভাবে জানাতে হবে।	বিলুপ্তকরণ পদ্ধতি ঃ- কোন অনিবার্য কারণবশতঃ সংগঠনের অস্তিত্বের বিপর্যয় সৃষ্টি হলে এবং মোট সদস্যের তিন-পঞ্চমাংশ সদস্য লিখিতভাবে বিলুপ্ত করার প্রস্তাব দিলে এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য সংগঠনের সভাপতি সাধারণ পরিষদের সভা আহবান করবেন। উক্ত সভায় সংগঠন বিলুপ্ত করার পক্ষে তিন-পঞ্চমাংশ সদস্যের সমর্থন লাভ করলে সংগঠনের যাবতীয় দেনা-পাওনা পরিশোধ সাপেক্ষে বিলুপ্ত ঘোষণা করা যাবে এবং সংগঠনের উদ্বৃত্ত বিষয়-সম্পত্তি নিবন্ধনকারী কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে স্থানীয় যে কোন স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানে হস্তান্তর করা যাবে। বিলুপ্ত ঘোষণার সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট নিবন্ধনকারী কর্তৃপক্ষকে লিখিতভাবে জানাতে হবে।

নং
নিবন্ধীকরণ
খাগড়াছড়ি
তারিখ.........................

General Secretary
Trinamul Unnayan Sangstha

অনুমোদিত
০৪/৪/২০২২
মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম
উপ-পরিচালক
জেলা সমাজসেবা কার্যালয়
খাগড়াছড়ি।

Chairperson
Trinamul Unnayan Sangstha

শেখ হাসিনার হাতটি ধরে,
পথের শিশু যাবে ঘরে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পার্বত্য জেলা পরিষদ
জেলা সমাজসেবা কার্যালয়
শান্তিনগর রোড, খাগড়াছড়ি
www.dss.khagrachari.gov.bd

স্মারক নং: ৪১.০১.৪৬০০.৩২৬.২৭.০২৮.৯৮. ২২৬ (৪)

তারিখ : ০৪ এপ্রিল ২০২১ খ্রি:

বিষয়: তৃণমূল উন্নয়ন সংস্থা, পানখাইয়া পাড়া, খাগড়াছড়ি এর সংশোধিত গঠনতন্ত্র অনুমোদন।

উপর্যুক্ত বিষয়ের আলোকে তৃণমূল উন্নয়ন সংস্থা, রেজি: নং ১৩৭/৯৮ তারিখ: ২১/০৭/১৯৯৮ খ্রি:, পানখাইয়া পাড়া, খাগড়াছড়ি এর ২৯/১১/২০২০ খ্রি: তারিখের আবেদন এবং শহর সমাজসেবা কার্যালয়, খাগড়াছড়ি এর স্মারক নং: ৪১.০১. ৪৬০০.০৪১.১৬.০০১.২০.৯৪ তারিখ: ২৪ মার্চ ২০২১ খ্রি: এর সুপারিশের প্রেক্ষিতে সংস্থার অনুমোদিত গঠনতন্ত্রের ভূমিকা, ধারা ১, ২, ৪, ৫(ক), ৬(খ), ৬(গ), ৭(ক)(৪), ৭(খ)(২), ৭(গ)(৪), ৭(ঙ)(৩), ৭(১), ৮(ক)(১,৪,৫), ৮(গ)(২), ৯(খ), ১০(খ) ও ১২ সংশোধন; গঠনতন্ত্রে ধারা ৫(গ), ৭(২) সংযোজন এবং গঠনতন্ত্র হতে ধারা ৭(চ)(২) বিলুপ্ত করার সিদ্ধান্ত এর প্রেক্ষিতে স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থা সমূহ (রেজিস্ট্রেশন ও নিবন্ধন) অধ্যাদেশ, ১৯৬১ (১৯৬১ সালের ৪৬ নং অধ্যাদেশ) এর ধারা ৮ এ বর্ণিত নির্দেশনা মোতাবেক অনুমোদন করা হলো।

০৪/৪/২০২১

(মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম)
উপপরিচালক
জেলা সমাজসেবা কার্যালয়
খাগড়াছড়ি
ফোন: ০৩৭১-৬১৮৬২

সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক
তৃণমূল উন্নয়ন সংস্থা
পানখাইয়া পাড়া, খাগড়াছড়ি

অনুলিপি: সদয় জ্ঞাতার্থে/জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে;
১। চেয়ারম্যান, পার্বত্য জেলা পরিষদ, খাগড়াছড়ি
২। জেলা প্রশাসক, খাগড়াছড়ি
৩। সমাজসেবা অফিসার, শহর সমাজসেবা কার্যালয়, খাগড়াছড়ি
৪। অফিস কপি